যুগান্তর

JAN 16 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্র

নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ● পুলিশের কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেটে আহত শতাধিক

রণক্ষেত্র : কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জব্বার মোড়ে এসে জড়ো হয়। এদের সঙ্গে যোগ দেয় এলাকার মানুষ। উত্তেজিত ছাত্র-জনতার বিপুল উপস্থিতির কারণে সমাবেশটি একসময় মারমুখী রূপ নেয়। উত্তেজিত ছাত্র-জনতা প্রশাসনিক ভবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে আবার ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। তারা ক্যাম্পাসের রেললাইনের দুটি ফিস প্লেট খুলে ফেলে ও স্লিপারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ঢাকা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এক পর্যায়ে পুলিশ ৪০ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে। এ সময় ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয় এবং গোটা ক্যাম্পাসে তা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের তাণ্ডব থামাতে নির্বিচারে রাবার বুলেট ব্যবহার করে। এতে প্রক্টর নজরুল ইসলাম, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আনোয়ারুল ইসলামসহ শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক আহত হন। বুলেটবিদ্ধ দুই শিক্ষককে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও অন্য ৩৪ জন ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেলা ১টার দিকে ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক অধ্যাপক লুৎফর রহমান হ্যান্ডমাইকে ছাত্রছাত্রীদের ভিসি অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমানের একটি বিবৃতি পড়ে শোনান। বিবৃতিতে ভিসি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী ও অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিল করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' কিন্তু বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা এ বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস টেলিভিশনে প্রচারের দাবি জানায়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, স্থানীয় সব রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করেছে।

আমাদের বাকৃবি প্রতিনিধি জাহিদুল আলম রুবেল জানান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এখন উত্তাল। ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন, বেসামাল। বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে গোটা ক্যাম্পাস ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। সোমবার রাত থেকে বিরামহীনভাবে ক্যাম্পাসে ভাংচুর চালিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা। ভাংচুর থেকে রেহাই পায়নি অ্যাম্বুলেন্সও। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, পূবালী ব্যাংক, বাকৃবি সাংবাদিক সমিতি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন, প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, প্রকৌশল বিভাগ, গ্যারেজ, ছয়টি অনুষদীয় ভবনসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় এখন শুধু ধ্বংসযজ্ঞেরই চিহ্ন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ক্যাম্পাসে ৩ প্লাটুন বিডিআর ও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সকাল ৯টায় বিক্ষোভকারীরা ঢাকা-উত্তরবঙ্গের রেলপথ তুলে ফেললে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় উপাচার্য নিজে ছাত্রছাত্রীদের শান্ত করতে চাইলে তিনি ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়ে ব্যর্থ হয়ে তার বাসভবনে ফিরে যান। এর পরপরই পুলিশের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষ চলাকালীন পুলিশ দফায় দফায় গুলি ও টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে যুগান্তরের বাকৃবি প্রতিনিধি সুলতানা রাজিয়া হলের সামনে ছবি তুলতে গেলে পুলিশ তাকে বেধড়ক পিটিয়ে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তাকে লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এ সময় প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক মহিউদ্দিনও আহত হন। বেলা ১টায় সংঘর্ষ কিছুটা থামলেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা কমেনি। এ সময় ছাত্রীরা সুলতানা রাজিয়া হলের সামনে ব্যারিকেড দেয়। অগ্নিসংযোগ করা হয় ক্যাম্পাসের মোড়ে মোড়ে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। সব অফিস ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বাসও চলেনি। বিকালে সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ের সামনে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানান। অন্যথায় ক্যাম্পাসে আগুন জ্বলবে বলে ঘোষণা দেন। বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা এএসএম খালিদ, অর্ধেন্দু সাহা অভি প্রমুখ। সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য দেলোয়ার হোসেন খান (দুলু) ক্যাম্পাসে এসে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করা হলে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের তাণ্ডবলীলায় ক্যাম্পাসে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক গতকাল রাতে বিবিসিকে জানান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। বিভ্রান্তিকর একটি সংবাদ নিয়ে আইন-শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটানো হচ্ছে সে ব্যাপারে সবাইকে বলা হয়েছে যাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম যা ছিল তাই আছে। এ ব্যাপারে কো[ন] সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। সোমবার তথ্য অধিদফতর থেকে দেয়া তথ্য বিবরণীকে তি[নি] বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ বলে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, ওই তথ্য বিবরণী ও সরকারি বা[র্তা] সংস্থা বাসস'র খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ময়মনসিংহ কৃ[ষি] বিশ্ববিদ্যালয় হবে বলে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যে প্রেসনোট দিয়েছি সেটাই যথেষ্ট যে, এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নে[য়া] হয়নি। প্রেসনোটকেই সঠিক বলে গণ্য করতে হবে।'

ভিসির বক্তব্য

অন্যদিকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান বিবিসি[কে] জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করা হয়নি বলে সরকার মঙ্গলবার যে ঘো[ষণা] দিয়েছে তার ভিত্তিতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈ[ঠক] করেছেন। সেই বৈঠকের পর অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভ[াবিক] হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, সাংবাদিক সমিতিসহ বিভিন্ন ছাত্র স[ংগঠন] *বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম* পরিবর্তনের ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ক্ষোভ প্রকাশ[...] পৃথক বিবৃতি দিয়েছে বাকৃবি শাখার ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্র[ন্ট] ছাত্রশিবিরসহ বাকৃবি শিক্ষক সমিতি এবং সাংবাদিক সমিতি। এদিকে বাংলাদেশ[...] বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে আয়োজিত মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ৩৪ জন ছা[ত্র] আহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও [...] সম্পাদক অজয় কর খোকন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের মন্ত্রিসভার সিদ্ধ[ান্তের] তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা। নেতৃবৃন্দ বলেন, 'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে[র] [...] ভূলুণ্ঠিত করার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'